জ্ঞাতসারে কোন আচরণবিধি লংঘন করি নাই, শোকজের উত্তরে নাজমুল হক সাগর

মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত প্রার্থী ডাঃ এ.এস. এম নাজমুল হক সাগর বলেছেন, ‘আমি জ্ঞাতসারে কোন নির্বাচনী আচরনবিধি ভঙ্গ করিনি। তবে আমার অজ্ঞাতসারে নির্বাচনী আচরনবিধি ভঙ্গ হয়ে থাকলে, সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। একই সাথে ভবিষতে সুষ্ঠ, শান্তিপুর্ন ও অংশগ্রহন মূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্বাধিক সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি।’

আজ মঙ্গলবার ২ জানুয়ারী মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ-১ম আদালতের বিচারক মোঃ শাহিনুর রহমানের কাছে শোকজের লিখিত উত্তরে এ সকল কথা বলেছেন নাজমুল হক সাগর।

উল্লেখ্য, অর্থ ব্যয় করে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করা এবং প্রেসক্রিপশনের অপর পিঠে নির্বাচনী পোস্টার ব্যবহার করার অভিযোগে ৩১ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি তাকে শোকজ করেছিল।

ঝিনাইদহ-১ আসনের ফুলকপি এখন ট্রাকে!

খবরের শিরোনাম দেখে অনেকেই ভাবতে পারেন ফুলকপি হয়তো ট্রাকে বহন করা হচ্ছে। কিন্তু আসলে বিষয়টি তেমন নয়।

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা উপজেলা) আসনে দুই স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতিক ফুলকপি ও ট্রাক।

প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই প্রার্থী হলেন স্বামী আর স্ত্রী। বাড়ির মধুর সম্পর্ক এখন ভোটের মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচনকে ঘিরে স্বামী-স্ত্রী দুজনা মাঠে নামলেও, ভোট চাওয়ার কৌশল ভিন্ন।

আর আলোচিত এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি স্বতন্ত প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলাল ও তার স্ত্রী মুনিয়া আফরিন। নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম পেয়েছেন ট্রাক প্রতীক। অন্যদিকে স্ত্রী মুনিয়া আফরিনের প্রতীক ‘ফুলকপি’।

নির্বাচন প্রচারাভিযানে গিয়ে বুধবার সরজমিন দেখা যায় নিজে প্রার্থী হলেও স্বামী নজরুল ইসলাম দুলালের পক্ষে ভোট চাইছেন স্ত্রী মুনিয়া আফরিন। দিনরাত করছেন উঠান বৈঠক। স্বামীর পক্ষে ভোট চাওয়া স্ত্রী মুনিয়া আফরিনের এমন কিছু ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

শৈলকুপার বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় স্বামীর ট্রাক প্রতীকের পোস্টার বিলি করে ভোট চাচ্ছেন মুনিয়া আফরিন। মুনিয়া আবার স্বামীর ট্রাক প্রতিক প্রদর্শন করে ছবিতে পোজ দিচ্ছেন।

লাঙ্গলবাঁধ এলাকার রহিমা বেগম নামে এক নারী জানান, মুনিয়া নিজে প্রার্থী তবুও স্বামী নজরুল ইসলামের জন্য ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন স্ত্রী। এটার কারণ ও রহস্য কি তা আমরা জানি না। জীবনে কোনদিন শুনি নাই যে, নিজের প্রার্থীতা বিসর্জন দিয়ে অন্যের জন্য কাজ করতে।

কমলা বানু নামে ধলহরাচন্দ্র এলাকার এক গৃহবধু জানান, স্বামীর প্রতি মুনিয়ার এই ভালোবাসা ও প্রার্থীতা কোরবানীর দৃশ্য ভোটারদের কাছে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। কি কারণে এমনটি তিনি করছেন তা ভোটারদের দিনকে দিন কৌতুল করে তুলেছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোট কেন্দ্রে এজেন্টদের সংখ্যা বাড়ানো ও কেন্দ্র দখলের কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। কারণ একটি বুথে স্বামী স্ত্রীর পক্ষে দুই প্রতিকের নামে একাধিক এজেন্ট দিতে পারবেন তারা। আর এমনটি হলে বুথে তাদের অবস্থান ভাল থাকবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বতন্ত্র প্রার্থী মুনিয়া আফরিন জানান, ‘আমি নিজের জন্য প্রচারণা করছি, সঙ্গে স্বামীর পক্ষেও। প্রথম দিনে শৈলকুপার ভাটই এলাকায় নারীদের কাছে স্বামীর জন্য ভোট চেয়েছি। শৈলকুপার হাবিবপুর গ্রামে করেছি উঠান বৈঠক’।

তিনি বলেন, ‘স্ত্রী হিসেবে আমার দায়িত্ব আছে। আমি নিজের পাশাপাশি স্বামীর জন্যও মানুষের কাছে যাচ্ছি। ভোটাররা যাকে পছন্দ করবেন তাকেই ভোট দেবেন। এদিকে নিজে প্রার্থী হয়ে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর এই প্রচরণায় শৈলকুপা জুড়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। বিরোধীরা বিষয়টি সন্দেহের চোখে দেখছেন এবং তবে ভোটারদের কাছে কৌতুহলের জন্ম দিচ্ছে।

গাংনীতে নৌকার অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ

মেহেরপুর-২ আসনের গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে আওয়ামী লীগ অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে নির্বাচনী ক্যাম্পের পোস্টার ও প্রতীক ছিড়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি।

ধানখোলা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল হাকিমের অভিযোগ, তার বাড়ির পাশে নৌকার একটি প্রচারণা ক্যাম্পে সোমবার রাতে হামলা চালায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ট্রাক প্রতীকের কর্ম সমর্থকরা। বাঁশ ও কাগজ দিয়ে তৈরী একটি বড় নৌকা ভেঙ্গে দেয় হামলাকারীরা। নৌকার পক্ষে না থাকার জন্য হাকিমকে হুমকি দিয়ে চলে যায় তারা।

নির্বাচনী অফিসে হামলা খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থল গিয়ে হামলার প্রতিবাদ জানান গাংনী উপজেলার নৌকার কর্মী সমর্থকরা। ভাঙচুরের এ ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন বলেন, আমরা নৌকার পক্ষে কাজ করলেও কোথাও অতিরিঞ্চিত ও উত্তেজনাকর কথা না বলা জন্য সবাইকে অনুরোধ করেছি। আমরা ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ ঘটনায় আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করছি।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, সবাইকে আইন মানতে হবে। নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে আচরণবিধিমালা মানতে হবে। উভয় পক্ষের লোকজনকে শান্ত থাকতে বলা হয়েছে। হামলার অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়া-২ আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন মুসতানজীদ লোটাস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সরদার মোঃ মুসতানজীদ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে কুষ্টিয়াস্থ আলেয়া ভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার নির্বাচনী প্রতীক কেটলি মার্কা নিয়ে নির্বাচনের প্রচারণা করছিলেন। তিনি কুষ্টিয়া নাগরিক কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের কুষ্টিয়া জেলা শাখার (বিএমএ) সভাপতি এবং কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ।

তিনি সাংবাদিকদের জানান, গত কয়েকদিন আগে আমার ছোট ভাই মৃত্যুবরণ করেন, ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তার অনুপস্থিতি আমার সমস্ত কর্মকান্ডকে বিপর্যস্ত করেছে। তাই আমি আমার পরিবারের সাথে আলাপ আলোচনা করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলাম।

কাকে সমর্থন করবেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, আমি নির্বাচন করবোনা এবং আপাতত কাউকে সমর্থন করছিনা বলে জানান।

নাগরিক কমিটির সভাপতি হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আমি দীর্ঘদিন স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আছি এবং নাগরিক কমিটি জেলা শাখার সভাপতি। আমার এই সেবা অব্যাহত থাকবে। আমি মানুষের কাছে যেভাবে

ছিলাম, সেভাবেই থাকব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির সঙ্গে অবস্থান করি।

এসময় তার স্ত্রী ডা. ফাতেমা আশরাফ, মেয়ে মোমতাহিনা ফাতিমা, সহ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এবারও সরকারকে পৃথিবীর সকল মহল সমর্থন দেবে: হানিফ

এবারও সরকারকে পৃথিবীর সকল মহল সমর্থন দেবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া সদর আসনের নৌকার প্রার্থী মাহবুবউল আলম হানিফ। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের পর দেশী- বিদেশী সব মহলের সমর্থন নিয়েই দেশ পরিচালনা করবে সরকার’।

আজ মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের পিটিআই রোডে নিজ বাস ভবনে নির্বাচন নিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ২০১৪ সালেও বিএনপি বলেছিলো নির্বাচনের পর সরকারকে কেউ বৈধতা দেবে না। কিন্তু তারপর ১০ বছর কেটে গেছে।

হানিফ বলেন, নির্বাচনের পরে সরকারের বৈধতা নিয়ে মিথ্যাচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। এবারও জনগণের ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে পৃথিবীর সকল মহল সমর্থন দেবে। এ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ একটি মহলকে যদি কেউ ম্যানেজ করতে পারে, তবে সেটা নিয়ে ভাবার কিছু নেই।

পরে সদর উপজেলার উজানগ্রাম এলাকায় গণসংযোগ, পথসভা ও নির্বাচনী সভায় অংশ নেন নৌকার এই প্রার্থী মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন- জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনগনের চাওয়া পাওয়া থাকে এলাকার রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ, শিক্ষার মান উন্নয়নসহ এলাকায় শান্তি। কুষ্টিয়া এক সময় ছিলো উন্নয়ন বঞ্চিত,

দেশের অন্য জেলার থেকে কুষ্টিয়া পিছিয়ে ছিলো। আমার চিন্তা ভাবনা ছিলো কুষ্টিয়াকে ঢেলে সাজানো। বঙ্গবন্ধু কণ্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নত অগ্রগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিছিয়ে পড়া কুষ্টিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে এ জেলার যে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে তা সিমিত। আগামী দিনে এই জেলাকে আধুনিক মডেল জেলা গড়ে তুলতে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ হাসান মেহেদী, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজহারুল আলম সুমন, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব (কেপিসি)’র সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি বাধন, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রেজাউল হকসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে দুইটি আসনে প্রতীক পেলেন ১৩ প্রার্থী

মেহেরপুরে দুইটি সংসদীয় আসনে ১৩ প্রার্থীর মাঝে প্রতীক বরাদ্দ করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শামীম হাসান। ১৩ জনের মধ্যে ১০ জনকে দলীয় প্রতীক দেওয়া হয় এবং স্বতন্ত্র তিন জন তাদের নিজের পছন্দের প্রতীক আবেদন করলে তা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

সোমবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। এসময় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ফরহাদ হোসেনকে (নৌকা), জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হামিদকে (লাঙ্গল), এনপিপি তরিকুল ইসলামকে (আম), সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের প্রার্থী বাবলু জোমকে (ছড়ি), স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানকে (ট্রাক) ও জয়নাল আবেদীনকে (ঈগল পাখি) প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

পরে দুপুর ১২ টার সময় মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী প্রতীক দেওয়া হয়। এসময় আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী

আবু সালেহ মোঃ নাজমুল হককে (নৌকা), জাতীয়র পার্টির কেতাব আলীকে (লাঙ্গল), তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী আব্দুল গণীকে (সোনালি আঁশ), সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের মো: শাহজামালকে (ছড়ি), এনপিপির প্রার্থী গোলাম রসুলকে (আম), বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী আল ফারুককে (ডাব) ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী মকবুল হোসেনকে (ট্রাক) প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

মেহেরপুরের রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নির্বাচন নিয়ে আইনী নোটিশ

দায়িত্বে অবহেলা ও সঙ্গোপনে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট মেহেরপুর ইউনিটের নির্বাচন-২০২৩ সম্পন্ন করার অভিযোগ তুলে আইনগত নোটিশ পাঠিয়েছেন রেহেনা খাতুন নামের এক আজীবন সদস্য। নোটিশে বিবাদি করেছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট মেহেরপুর ইউনিটের সভাপতি মহা. আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার একরামুল হক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি নুরুল আহমেদকে।

নোটিশে রেহেনা খাতুনের আইনজীবী সেলিম রেজা বলেন, রেহেনা খাতুন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, মেহেরপুর ইউনিটের একজন আজীবন সদস্য। তিনি নির্বাচনের বিষয় অবগত হতে পারেননি নাই। গত ২ ডিসেম্বর ত্রৈ-বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল আহমেদ ইতিমধ্যেই নির্বাচন- ২০০৩ সম্পন্ন করেছেন।

নির্বাচন বিষয়ে আদৌ কোন প্রচার প্রচারনা বা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে নাই বলে তিনি অভিযোগ করেন। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী কর্তৃক ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে আলোচ্য সূচিতে ২০২৪-২০২৬ মেয়াদের নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়টি উল্লেখ থাকিলেও উল্লেখিত সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে তিনি হতবাক হন।

তিনি আরো বলেন, রেহেনা খাতুন নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা থাকা সত্বেও অংশগ্রহণ করিতে পারেননি। বিবাদীগণের যোগসাজসে সম্পাদিত নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে পুনরায় তফসিল ঘোষনা পূর্বক সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবি করেছেন। অন্যথায় তিনি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।দায়িত্বে অবহেলা করে সঙ্গোপনে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট মেহেরপুর ইউনিটের নির্বাচন-২০২৩ সম্পন্ন করার অভিযোগ তুলে আইনগত নোটিশ পাঠিয়েছেন রেহেনা খাতুন নামের এক আজীবন সদস্য। নোটিশে বিবাদি করেছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট মেহেরপুর ইউনিটের সভাপতি মহা. আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার একরামুল হক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি নুরুল আহমেদকে।

নোটিশে রেহেনা খাতুনের আইনজীবী সেলিম রেজা বলেন, রেহেনা খাতুন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, মেহেরপুর ইউনিটের একজন আজীবন সদস্য। তিনি নির্বাচনের বিষয় অবগত হতে পারেননি নাই। গত ২ ডিসেম্বর ত্রৈ-বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল আহমেদ ইতিমধ্যেই নির্বাচন- ২০০৩ সম্পন্ন করেছেন। নির্বাচন বিষয়ে আদৌ কোন প্রচার প্রচারনা বা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে নাই বলে তিনি অভিযোগ করেন। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী কর্তৃক ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে আলোচ্য সূচিতে ২০২৪-২০২৬ মেয়াদের নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়টি উল্লেখ থাকিলেও উল্লেখিত সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে তিনি হতবাক হন।

তিনি আরো বলেন, রেহেনা খাতুন নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা থাকা সত্বেও অংশগ্রহণ করিতে পারেননি। বিবাদীগণের যোগসাজসে সম্পাদিত নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে পুনরায় তফসিল ঘোষনা পূর্বক সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবি করেছেন। অন্যথায় তিনি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পুনরায় সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু

দুই বছর মেয়াদি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযম সভাপতি ও দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

বুধবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু।

তিনি বলেন, ১১টি পদের বিপরীতে কোনটিতেই কোন প্রতিদ্বন্দীতা না থাকায় সকলে বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- আনোয়ারুল হক কালু ও মাহবুবুল হক মন্টু।

কমিটির অন্যরা হলেন- সহসভাপতি দি নিউজ টাইমস প্রতিনিধি আবু নাসের চৌধুরি সম্রাট, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ঢাকা পোস্টের জেলা প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক বাসসের জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, গণযোগাযোগ সম্পাদক দৈনিক জবাবদিহির সিদ্দিকী শাহীন ও দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দৈনিক আমাদের অর্থনীতির মাসুদ রানা নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাহী সদস্যরা হলেন- ডেইলি স্টারের আঞ্চলিক প্রতিনিধি ড. আমানুর আমান, দৈনিক দিনকালের হারুনুর রশিদ রবি, আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার মুহম্মদ মহসীন ও ভোরের কাগজের মর্তুজা ফারুক রুপক।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বঞ্চিতদের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান

মেহেরপুর-১ আসনে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানকে আওয়ামী লীগের একক স্বতন্ত্র প্রার্থী ঘোষণা করেছেন মনোনয়ন বঞ্চিত নেতারা। গতকাল বুধবার রাতে শহরের হোটেল বাজারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঘোষণা দেন নেতারা।

সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে প্রার্থী ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ^◌াস, সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য কামরুল হাসান চাদু, জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান।

এসময় প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন, আমাদের ভোট নৌকার বিরুদ্ধে না আমাদের ভোট হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধুর এই ভোটে যদি আমরা জয়ী হয় তাহলে সেই ফসলটা শেখ হাসিনার গোড়ায় উঠবে।

তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী সকলেই যোগ্য নির্বাচন করার জন্য। তারা সকলেই গণমানুষের নেতা। তাদের প্রতি জনগণের আস্থা রয়েছে। তারা সকলে মিলে যে উদারতা ও মহানুভবতা দেখিয়ে আমাকে বাছাই করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মুক্তি চাই। তারা শোষণ থেকে বাঁচতে চাই।

তিনি বলেন, আমি মান্নান, আমি ভোট করছি না, আপনারা করছেন ভোট। নারী, পুরুষ, শিশু কিশোর নির্বিশেষে সকলেই করছেন ভোট। আমি শুধু এমপি প্রার্থী না, আমি প্রতিবাদী প্রার্থী। আমি মানুষকে ভালবাসি, আমি মানুষের ভালোবাসা পেতে চাই মানুষকে ভালবাসা দিতে চাই।

ঘোষণাকালে জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বলেন, যেই লোকটাকে আমরা কাছে পাবো,পাশে পাবো তৃণমূলের কথা শুনবে, তৃণমূলের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই আমরা বেঁছে নিয়েছি। ৭ ই জানুয়ারি আমরা সকলে মিলে প্রফেসর মান্নানকে বিজয়ী করবো।

প্রস্ঙ্গত, গত ২৬ নভেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মেহেরপুর-১ আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে মনোনয়ন প্রদান করেন। একই দিন সকালে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের উদ্দেশ্যে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় নির্বাচন করে আসার সুযোগ নেই। বিরোধী প্রার্থীকে কেই কোন ধরণের হুমকি বা ঝামেলা করলে তার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকি তিনি দলের কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হয়ে আসলে তাকে স্বাগত জানানো হবে। এর পর থেকেই মনোনয়ন বঞ্চিতদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়।

মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়ে দলীয় মনোনয়ন ফরম কিনেছিলেন বর্তমান সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনসহ ১৪ প্রার্থী। বাকি ১৩ প্রার্থী হলেন, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড, মিয়াজান আলী, জিয়া উদ্দিন বিশ^◌াস, আব্দুল মান্নান (ছোট) অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনের ছেলে তানভির রানা।

মেহেরপুরে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু,ফরহাদ হোসেনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার জন্য মেহেরপুর ১ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন ফরহাদ হোসেন।

সোমবার (২৭ নভেম্বর) বেলা সাড়ে বারোটার দিকে ফরহাদ হোসেনের পক্ষে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস মেহেরপুর ১ আসনের জন্য মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মোঃ শামীম হাসানের কার্যালয় থেকে এই মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।

এসময় ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহামেদ চুন্নু,মোঃ শাহ্ জামান,মোঃ সেলিম রেজা, রওশন আলী টোকন,মোঃ আয়ুব হোসেন, মতিউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফরম সংগ্রহের আগে আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস বলেন,আমরা মেহেরপুর ১ আসন বিশাল ভোটের ব্যবধানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে পরাজিত করে মেহেরপুর ১ আসন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দেবো।

ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শাহ্ জামান বলেন,১১ টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, প্রতিটি ওয়ার্ডের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেনের পক্ষে। আমি মনে করি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নই আসে না বিশাল ভোটের ব্যবধানে মেহেরপুর ১ আসন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমরা উপহার দেবো।